আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধের দাবিতে মেহেরপুর শহরে ব্লকেড কর্মসূচি

আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার দাবিতে মেহেরপুর শহরে ব্লকেড কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার বিকেল চারটার দিকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচিতে এনসিপি, ইসলামী আন্দোলন, ইসলামী ছাত্রশিবির, ইসলামী ছাত্র ও যুব আন্দোলন, রেড জুলাইসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা অংশ নেন। কর্মসূচিটি সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত চলেছে।

এ সময় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা “দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা”, “আওয়ামী লীগের ঠিকানা, এই বাংলায় হবে না”, “আওয়ামী লীগ, ব্যান্ড ব্যান্ড”এমন নানা স্লোগান দেন।

বিক্ষোভ সমাবেশ কর্মসূচীতে নেতৃত্ব দেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা শাখার আহবায়ক ইমতিয়াজ আহমেদ, সদস্য সচিব মুজাহিদুল ইসলাম, যুগ্ম সচিব তামিম হোসেন এবং জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য খন্দকার মুইজ ।

কুষ্টিয়ার মিরপুরে স্টেশন মাস্টার পদায়নের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি

কুষ্টিয়ার মিরপুর রেলওয়ে স্টেশনে স্টেশন মাস্টারের পদ প্রায় এক মাসেরও বেশি সময় ধরে শূন্য রয়েছে। স্টেশন মাস্টার না থাকায় নানা জটিলতার মধ্য দিয়ে চলেছে স্টেশনের কার্যক্রম।

এ প্রেক্ষিতে স্টেশন মাস্টার পদায়নসহ স্টেশনের বিভিন্ন উন্নয়ন দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন স্থানীয় জনসাধারণ।

মঙ্গলবার (২২ এপ্রিল) দুপুরে মিরপুর রেলওয়ে স্টেশন প্ল্যাটফর্মে উপজেলার সর্বস্তরের মানুষের ব্যানারে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। পরে একটি স্মারকলিপি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) নিকট হস্তান্তর করা হয়।

অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন— মিরপুর উপজেলা সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা নজরুল করিম, মিরপুর মাহমুদা চৌধুরী কলেজের অধ্যাপক শাহ আক্তার মামুন, পৌর বিএনপি নেতা আব্দুর রশিদ, মিরপুর উপজেলা নাগরিক কমিটির মুখপাত্র ও সিনিয়র সাংবাদিক হুমায়ুন কবির হিমু, কুষ্টিয়া জেলা জামায়াতে ইসলামী নায়েবে আমির মো. আব্দুল গফুর ও ইউনিট সদস্য অধ্যাপক জুমারত আলী, বিএনপি নেতা ইব্রাহিম আলীসহ অনেকে।

বক্তারা বলেন, ‘আগামী ১৫ দিনের মধ্যে স্টেশন মাস্টার পদায়নসহ স্টেশনের অন্যান্য দাবি পূরণ করতে হবে, অন্যথায় আরও বৃহত্তর কর্মসূচি পালন করা হবে।’ বক্তারা অবিলম্বে মিরপুর স্টেশনে স্টেশন মাস্টার নিয়োগ এবং স্টেশনের আধুনিকায়নের জোর দাবি জানান।

উল্লেখ্য, প্রায় এক মাসের অধিক সময় ধরে মিরপুর রেলওয়ে স্টেশনের স্টেশন মাস্টারের পদটি শূন্য রয়েছে। তবুও স্টেশনের কার্যক্রম কোনোভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

মেহেরপুরে যাকাত, দান ও অনুদান সংগ্রহ কর্মসূচির উদ্বোধন

মেহেরপুরে দারিদ্র ও অসহায় রোগীদের কল্যাণার্থে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে রোগী কল্যাণ সমিতির যাকাত, দান ও অনুদান সংগ্রহ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে। যা চলমান থাকবে ৫ মার্চ থেকে ১৯ মার্চ পর্যন্ত।

বুধবার (৫ মার্চ) সকাল ১০টায় মেহেরপুর রোগী কল্যাণ সমিতি, হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়ের আয়োজনে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল প্রাঙ্গণে এই কর্মসূচির উদ্বোধনী করা হয়।

জেলা সমাজসেবা অফিসার ও উপ-পরিচালক মোঃ আশাদুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ ফজলুর রহমান, জেনারেল হাসপাতালের আরএমও ডাঃ এস. এম. কবীর, হাসপাতাল সমাজসেবা কর্মকর্তা মাহে জেবিন কেমি, প্রবেশন কর্মকর্তা মোঃ মিজানুর রহমান এবং মেহেরপুর সদর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মোঃ আনিসুর রহমান।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রোগী কল্যাণ সমিতির আজীবন সদস্য ডাঃ আব্দুস সালাম, সাইফুল ইসলাম, ইলিয়াস হোসেন, আসাদুজ্জামান সেলিম প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জেলা সমাজসেবা (রেজি) অফিসার কাজী আবুল মনসুর। কোরআন তেলাওয়াত করেন আব্দুর রহমান।

এই কর্মসূচির মাধ্যমে দান, যাকাত ও অনুদান সংগ্রহ করে দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের সাহায্য করা হবে।

দামুড়হুদায় মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচি

দামুড়হুদা জয়রামপুর রেল ইস্টিশনে সাগরদাঁড়ি ও কপোতাক্ষ ট্রেনের আপ ডাউন স্টোপেজের দাবীতে মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার বেলা ৪ টার সময় এই মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলার ঐতিহ্যবাহী জয়রামপুর রেল স্টেশনে সাগরদাঁড়ি ও কপোতাক্ষ ট্রেনের আপ ডাউন স্টোপেজের দাবিতে স্থানীয়রা মানববন্ধন করেছে। তারা সাগরদাঁড়ি ও কপোতাক্ষ ট্রেন যেনো স্টপেজ দেয় সেজন্য অসংখ্য মানুষ জয়রামপুর রেল স্টেশনে বিভিন্ন প্লেকার্ড নিয়ে ট্রেন থামানোর উদ্দেশ্যে অবস্থান নেয়।

সংবাদ শুনে দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি কে এইচ

তাসফিকুর রহমান, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি হুমায়ূন কবির ও সেনাবাহিনীর একটি টিম ঘটনা স্থল পরিদর্শন করেন। শেষ পর্যন্ত স্থানীয়দের সামাল দিতে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ, সেনাবাহিনী ও এসিল্যান্ড ঘটনাস্থলে মানববন্ধনের শেষ পর্যন্ত অবস্থান করে।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, আমাদের জয়রামপুর রেল স্টেশন জেলার একটি পুরাতন ও ঐতিহ্যবাহী রেল স্টেশন। রাজশাহী মেডিক্যাল সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের যাতায়াতের জন্য এই স্টেশনে যেনো সাগরদাঁড়ি ও কপোতাক্ষ আপ ডাউন ট্রেন থামানো হয়। এখানে স্টোপেজের দাবীতে আমরা আজ মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করছি। এই লাইনে প্রথম গেদে থেকে জগতী ইস্টেশন পর্যন্ত রেল যোগাযোগ চালু হয়। তখন থেকেই এই জয়রামপুর ইস্টিশন চালু ছিলো। কিন্তু বর্তমানে এই স্টেশন টি প্রায় বন্ধ হবার উপক্রমে আছে, বলতে গেলে এখন জয়রামপুর ইস্টিশন বন্ধ আছে। আমদের দাবী এই স্টেশন টি অতি তাড়াতাড়ি যাতে চালু হয় আমরা জনগণ সেই দাবী জানান।

সাবেক সেনা সদস্য লাজিব আক্তার সিদ্দিকী বলেন, ঐতিহ্যবাহী জয়রামপুর রেল স্টেশনে আগে স্টেশন মাস্টার ছিল, স্টাফদের থাকার জায়গা ছিল, গেটম্যান ছিল। এখান এখানে আর কিছুই নাই স্টেশনটি বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা চাই স্টেশনটি আবার নতুন করে চালু করা হোক এবং সাগরদাড়ি ও কপোতাক্ষ ট্রেনের আপ এবং ডাউন স্টোপেজ দাবী করছি। এখানে যেন আগের মত স্টেশন মাস্টার এবং গেটম্যান সহ সকল বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সুবিবেচনায় দেখবেন এমনটি আশা করেন।

জয়রামপুর মানবকল্যান যুব সংগঠন এর সভাপতি মোঃ মনিরুল ইসলাম মিলন বলেন, ঐতিহ্যবাহী জয়রামপুর রেল স্টেশনে গেট ম্যান না থাকার কারণে বেশ কয়েকটি তাজা প্রাণ-অকালে ঝরে গেছে। এই স্টেশনটিতে স্টেশন মাস্টার সহ কোন লোকজন নেই। কিন্তু এক সময় এই ঐতিহ্যবাহী জয়রামপুর রেল স্টেশনে ৪৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী ছিল। কালের বিবর্তনে তা হারিয়ে গেছে।

১৮৬২ সালে গেদে থেকে কুষ্টিয়াজ জগতী রেললাইন চালু হয়। তখন থেকেই জয়রামপুর রেল স্টেশন জমজমাট ছিল। এই অঞ্চলে প্রায় দুই লক্ষের অধিক মানুষ এই জয়রামপুর স্টেশন ব্যবহার করতো। এখানে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী জয়রামপুর গুড়েরহাট যেখান থেকে সারা বাংলাদেশে ট্রেনের মাধ্যমে খেজুরের গুড় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হতো। স্থানীয় অর্থকরী কৃষি ফসল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ট্রেনের

মাধ্যমে যেত, যা এখন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ আছে। অনতিবিলম্বে এই স্টেশনে স্টেশন মাস্টার ও গেটম্যান সহ সাগরদাড়ি ও কপোতাক্ষ ট্রেনের আপ এবং ডাউন স্টপেজ দাবী করছি।

ছাত্রদলের ৪৬ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ৪৬ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন এবং স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি পালন করেছে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদল।

আজ বুধবার (০১ জানুয়ারি) সকাল ১১ টার দিকে মেহেরপুর বোসপাড়া বিএনপি অফিসের সামনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজিরের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য ও মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, সিনিয়র সহ-সভাপতি আলমগীর হোসেন চাঁদ, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক রাশিদুল ইসলাম রাজন, দপ্তর সম্পাদক লিজন আলী, পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক তৌফিক এলাহী, সদস্য সচিব জারজিস ইউসুফ রৌমিক, ছাত্রদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আবু হাসনাত আফরোজ, সাবেক ছাত্রনেতা আহমেদ রাজিব খান, সাবেক ছাত্রনেতা আহমেদ রনি সহ জেলা ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দরা।

পরে থ্যালাসেমিয়া রোগী আক্রান্ত দুইটি শিশুকে জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির, পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক তৌফিক এলাহি স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন ও প্রধান অতিথি মাসুদ অরুন সেই দুইটি শিশুর পরিবারের হাতে রক্তের ব্যাগ তুলে দেন।

মুজিবনগরে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির উদ্বোধন

মুজিবনগর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের রবি মৌসুমে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২১ নভেম্বর) দুপুর ২ টার সময় উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আয়োজনর উপজেলা পরিষদ চত্বরে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে কৃষি প্রণোদনার বীজ ও সার বিতরণের উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল মোমিন, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিব উদ্দিন, প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর (শের খান), প্রিন্ট ও ইলেকট্রিক মিডিয়ার সাংবাদিক, কৃষি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং উপজেলা প্রান্তিক চাষিরা।

উপজেলা কৃষি অফিস সুত্রে জানাগেছে, ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে রবি মৌসুমে গম, ভুট্টা, সরিষা, পেঁয়াজ, হাইব্রিড ধান, মসুর বীজ, চাষে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় উপজেলার ৪ হাজার ৪৬০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে ২ হাজার ৬৬০ কেজি বীজ বিতরণ করা হবে।

এসব কৃষকদের মাঝে জন প্রতি ১-২ কেজি করে বীজ ও ১০ কেজি এমওপি এবং ১০ কেজি ডিএপি রাসায়নিক সার পর্যায়ক্রমে বিতরণ করা হবে।

মেহেরপুরে বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণ কর্মসূচি

আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুস্থ রাখতে বৃক্ষরোপণের বিকল্প নেই। বর্তমান সময়ে আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে বৃক্ষরোপণ অপরিহার্য।

বৃক্ষরোপণের উপকারিতা ও বৃক্ষরোপণে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষের চারা বিতরণ করেছে ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং,বাংলাদেশ (আইডিইবি) মেহেরপুর জেলা শাখা।

আজ বুধবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের উজলপুর গ্রামের ভৈরব মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় এ বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

এসময় ২ শতটি ফলদ, বনজ, ঔষধি বৃক্ষ ও ফুলগাছের চারা বিতরণ করা হয়। যার মধ্যে রয়েছে কাঁঠাল, জলপাই, বহেরা, কদবেল, পেয়ারা, কৃষ্ণচূড়া, পলাশ, শিউলি, বকুল, জারুল ইত্যাদি।

এ সময় এক সংক্ষিপ্ত আলোচনাও অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ মোঃ আরিফ হোসেন তালুকদার।

এ সময় তিনি বলেন, এ ধরণিতে নিঃস্বার্থ, প্রকৃত ও উপকারী বন্ধু হলো বৃক্ষ। বৃক্ষের ছায়াতলেই গড়ে উঠেছে মানবসভ্যতা। তাই বৃক্ষ ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। এক কথায় বৃক্ষ মানুষের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে জড়িত।

ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং, বাংলাদেশ (আইডিইবি) মেহেরপুর জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আব্দুল আলিমের সার্বিক পরিচালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভৈরব মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা নাজমা সালেহীন।

এছাড়াও এসময় ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং,বাংলাদেশ (আইডিইবি) মেহেরপুর জেলা শাখার উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মোঃ আব্দুর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক মনিরুজ্জামান, নির্বাহী সদস্য সোহেল রানা, মোঃ মাসুদ

পারভেজ, মোঃ আলমগীর হোসেন, মেহেরপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ইন্সট্রাক্টর মোঃ শফিকুল ইসলাম, মোঃ ফারুক হোসেন, প্রশিক্ষক আবু হুরায়রা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

মেহেরপুর জেলা জামায়াতের উদ্যোগে ২৫০ শয্যা হাসপাতালে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সকাল ৬ টার সময় মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা তাজউদ্দীন খানের নেতৃত্বে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নর অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাক্তার জমির মোহাম্মদ হাসিব।

এছাড়াও এসময় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আর এম ও ডাঃ জাহিদ বিশ্বাস, জেলা নায়েবে আমীর মাওলানা মাহবুব উল আলম, জামায়াতে জেলা সেক্রেটারি মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন, সদর উপজেলা আমীর মাওলানা সোহেল রানা, সেক্রেটারি মাস্টার জাব্বারুল ইসলাম, পৌর আমীর ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক পৌর কমিশনার সোহেল রানা (ডলার), পৌর সেক্রেটারি মোঃ মনিরুজ্জামান প্রমুখ।

এসময় উপজেলা জামায়াতের বিভিন্ন ইউনিট থেকে আশা নেতাকর্মীরা ও ছাত্র শিবিরের দায়িত্বশীলরা এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুরে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠান

মেহেরপুরে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির ৪০ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসন ও জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের আয়োজনে মঙ্গলবার (২ জুলাই) বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক কাজী কাদের মোহাম্মদ ফজলে রাব্বীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসান।

এছাড়াও এসময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আব্দুল করিম, জেলা মহিলা বিষয় অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক নীলা হাফিয়া, জেলা জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান শামীম আরা হীরা। সদর উপজেলা সমাজসেবা অফিসার কাজী আবুল মনসুর, সদর সমাজসেবা অফিসার (রেজি) মোঃ আনিছুর রহমান, শহর সমাজসেবা অফিসার মোঃ সোহেল মাহমুদ, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল আল মামুন, ২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আব্দুল আল মামুন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পরে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সেলাই মেশিন, অনুদানের টাকা ও সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

এবার সবুজ শ্যামলে ভরে উঠবে কালাচাঁদপুর জেয়ালা বিলের

দুপাড়ে

এবার সবুজে শ্যামলে ভরে উঠবে কালাচাঁদপুর জেয়ালার বিলের দুপাড়ে ষ্ট্রিপ বাগানে। শুধু বনজ নয় এখানে মানুষ খুজে পাবে তাদের কাঙিখত বিভিন্ন ওষধি ও বিভিন্ন ফলের গাছ।সবুজই প্রাণের স্পন্দন। বেঁচে থাকার মূলমন্ত্র। সবুজ মানেই প্রকৃতি। প্রকৃতি মানেই প্রাণ। প্রকৃতি না থাকলে মানুষ থাকবে না। এই উপলব্ধি নিয়ে মেহেরপুর বন বিভাগের উদ্যোগে মেহেরপুর শহরের কালাচাঁদপুর জেয়ালার বিলের দুপাড়ে ষ্ট্রিপ বাগান সৃজনের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ বুধবার (৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই বৃক্ষরোপন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

মেহেরপুর সামাজিক বনবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাফর উল্লাহ’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বৃক্ষরোপন কর্মসূচিতে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর পৌরসভার প্যানেল মেয়র সাহিনুর রমান রিটন। এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা বন কর্মকর্তা মাসুদুর রহমান মিশু। উপস্থিত ছিলেন এলাকার স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তি ও বনবিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ।

সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির আওতায় মেহেরপুর শহরের জেয়ালা পাড়ের দু’পাশে বিভিন্ন প্রজাতীর ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের প্রায় ২০০০ চারা লাগানো হয়।